ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

দ্য পাওয়ার
অব
ইওর সাবকনশাস মাইন্ড

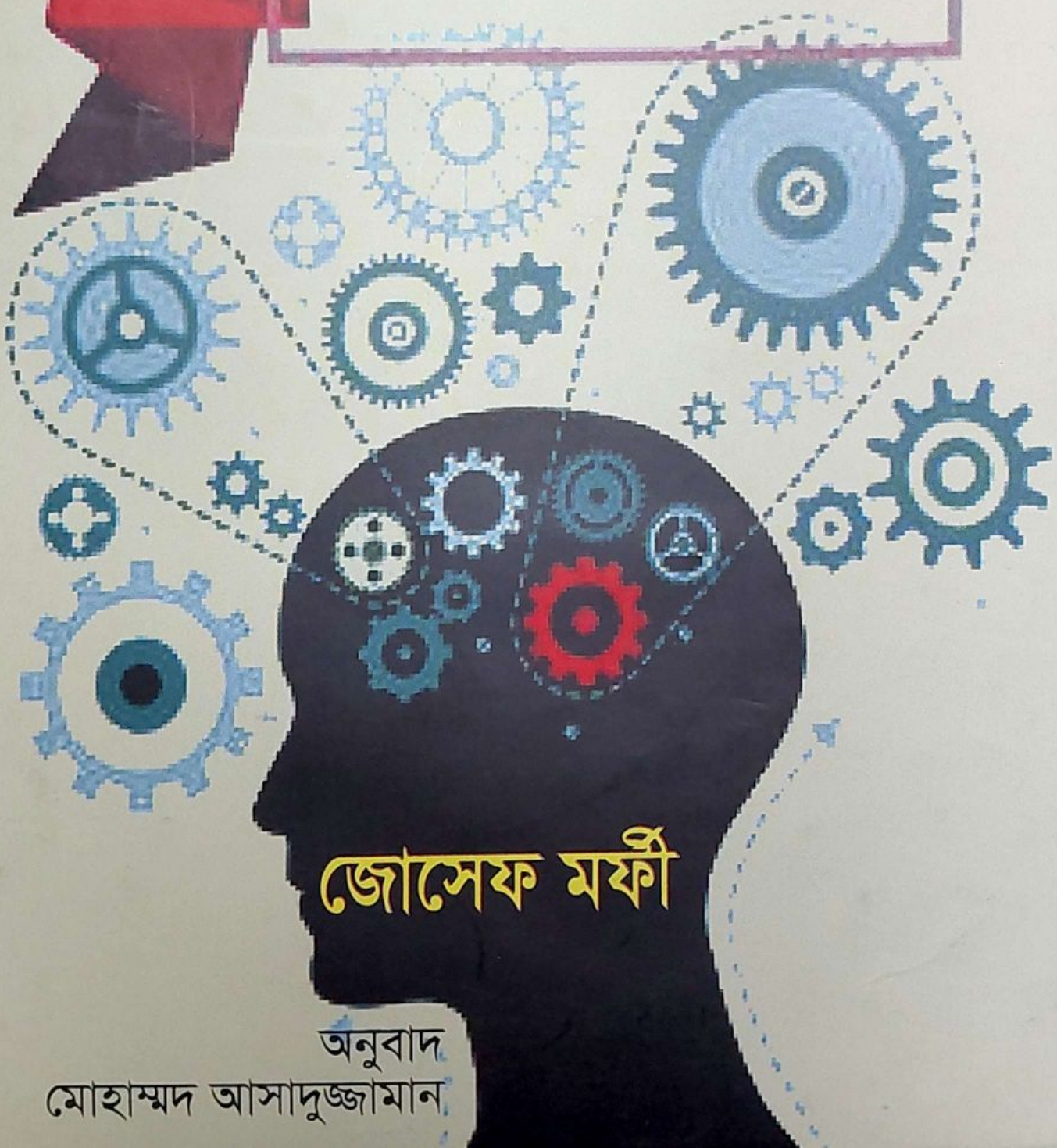

জোসেফ মর্ফী

অনুবাদ
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

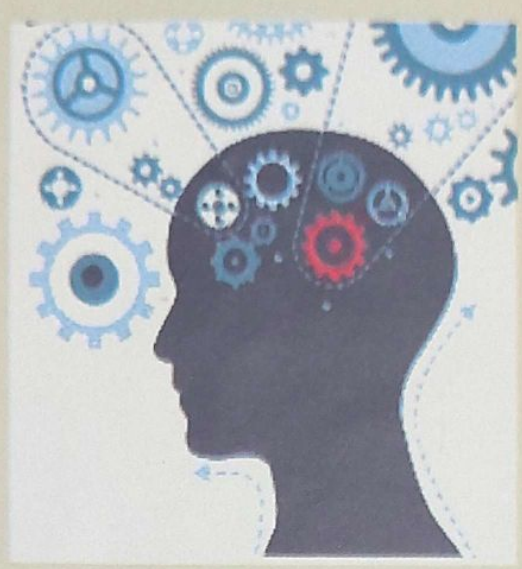

বইটিতে বিশদ বিবরণসহ দেখানো হয়েছে কীভাবে অবচেতন মনের সুপ্ত শক্তিকে সক্রিয় করা যায়। যার মাধ্যমে পঙ্গু মানুষও সুস্থ হয়ে ওঠে। অবচেতন মনের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে কী করে ঐশ্বর্যশালী ও ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা যায়। লেখক, গবেষক ও আত্মোন্নয়ন বিষয়ক বক্তা এই বইটিতে অনেক প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণ করেছেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন।

প্রচ্ছদ ॥ নিহাল আরাফাত

দ্য পাওয়ার অব ইওর সাবকনশাস মাইন্ড

জোসেফ মর্ফী

অনুবাদ
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

শব্দশিল্প

সূ চি প ত্র

জীবন চমৎকার করা বই ॥ ৯
আপনাদের ভেতরে বিরাট বড় গুপ্তধন রয়েছে ॥ ১৫
মস্তিষ্কের কার্যশৈলী ॥ ২৮
অবচেতন মনের চমৎকারী শক্তি ॥ ৪৬
প্রাচীনকালের মানসিক চিকিৎসা ॥ ৫৬
আধুনিকতা এবং মানসিক চিকিৎসা ॥ ৬৭
ব্যবহারিক টেক্‌নিক দ্বারা মানসিক চিকিৎসা ॥ ৭৬
অবচেতনের ঝোঁক ॥ ৯১
মনের মতো পরিণাম কীভাবে অর্জন করবেন ॥ ৯৮
ধনদৌলত অর্জন করার জন্য অবচেতন মনের শক্তির প্রয়োগ ॥ ১০৭
ধনী হওয়ার অধিকার ॥ ১১৫
অবচেতন মন–সফলতার দ্বার ॥ ১২৪
বৈজ্ঞানিকেরা অবচেতন মনের প্রয়োগ কীভাবে করেন ॥ ১৩৭
অবচেতন মন এবং ঘুমের চমৎকার ॥ ১৪৮
অবচেতন মন এবং দাম্পত্য সমস্যা ॥ ১৫৭
অবচেতন মন এবং খুশি ॥ ১৬৯
অবচেতন মন এবং মানবিক সম্পর্ক ॥ ১৭৭
ক্ষমা এবং অবচেতন মন ॥ ১৯০
অবচেতন মনের সমাধান ॥ ২০২
অবচেতন মন দ্বারা ভয়কে জয় করা ॥ ২১৪
নিজের মনকে সর্বদা যুবা রাখুন ॥ ২২৭

জীবন চমৎকার করা বই

অবচেতন মনের এই চমৎকারী শক্তি আপনাদের প্রতিটি রোগ ঠিক করতে পারে। আপনাদের এই জিনিসটা পুনরায় সুস্থ, উৎসাহী এবং শক্তিশালী বানাতে পারে।

বিশ্বে অনেক ব্যক্তির জীবনে চমৎকার হতে দেখেছি আমি। আপনাদের সাথেও এমন চমৎকার হতে পারে! সুতরাং আপনারা নিজেদের অবচেতন মনের চমৎকারী শক্তির প্রয়োগ করতে শুরু করে দিন। এই বই এজন্য লেখা হয়েছে, যাতে আপনারা নিজেদের অবচেতন মনের শক্তি দ্বারা নিজেদের ভাগ্য নিজের হাতে বানাতে পারেন। মানুষ নিজের অবচেতন মনে যেমনটা চিন্তাভাবনা করে, সে ঠিক তেমনটাই হয়ে ওঠে।

এইসব প্রশ্নের উত্তর কি আপনারা জানেন?

কিছু মানুষ দুঃখী কেন হন? আর অন্য মানুষ সুখী কেন হন? কোনো ব্যক্তি সুখী আর সমৃদ্ধ কেন হন? অন্য আরেকজন ব্যক্তি গরিব আর দুঃখী কেন হন? এক মানুষ ভয়ভীত আর মানসিক চাপগ্রস্ত কেন হন? অন্যজন আস্থাবান আর আত্মবিশ্বাসী কেন হন? একজন মানুষের কাছে সুন্দর বাংলো বাড়ি কেন থাকে? অন্যজন ঝুপড়িতে কেন বাস করেন?

একজন মানুষ নিজের জীবনে অত্যন্ত সফল আর অন্যজন অত্যন্ত ব্যর্থ কেন হন? একজন বক্তা উৎকৃষ্ট আর অসাধারণরূপে জনপ্রিয় এবং অন্যজন গড়পড়তা কেন হন আর ততটা জনপ্রিয় কেন হতে পারেন না? একজন মানুষ নিজের কাজ বা পেশায় জিনিয়াস কেন হন আর অন্যজন সারাটা জীবন মেহনত করার পরেও কেন কোনো কিছু অর্জন করতে পারেন না?

একজন মানুষ অসাধ্য রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যান। অন্য একজন কেন সুস্থ হতে পারেন না? ভালো, দয়ালু আর ধার্মিক মানুষদের এত বেশি মানসিক আর শারীরিক যন্ত্রণা কেন সহ্য করতে হয়? বেশকিছু অনৈতিক আর অধার্মিক মানুষ নিজেদের জীবনে সফল, সমৃদ্ধ এবং সুস্থ কেন হন? একজন মানুষের দাম্পত্য জীবন সুখময় এবং অন্য একজনের দাম্পত্য জীবন দুঃখী আর কুণ্ঠিত কেন হয়? আপনাদের চেতন আর অবচেতন মনে এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তর কি পাওয়া যেতে পারে?

নিশ্চিতরূপে পাওয়া যেতে পারে।

আপনাদের মধ্যে বিরাট বড় গুপ্তধন রয়েছে

সকল গুপ্তধন আপনাদেরই ভেতরে রয়েছে। এজন্য নিজেদের মনের ইচ্ছার উত্তরও নিজেদের ভেতরেই সন্ধান করুন।

আপনাদের মনের ভেতরে বিরাট বড় গুপ্তধন লুকানো রয়েছে। সেটাকে অর্জন করার জন্য আপনাদের নিজেদের মনের চোখ দুটো খুলে সেটাকে দেখতে হবে। আপনাদের মনের মধ্যে এমন এক অপার ভাণ্ডার রয়েছে যেটার থেকে আপনারা সুখকর, সমৃদ্ধ এবং আনন্দময়ী জীবনযাপন করার জন্য জরুরি প্রত্যেকটি জিনিস অর্জন করতে পারবেন।

আনেক মানুষ নিজেদের ভেতরে লুকিয়ে রাখা সম্ভাবনাকে এজন্য চিনে উঠতে পারেন না কারণ, তাদের নিজেদের ভেতরে মজুদ অসীমিত জ্ঞান আর অনন্ত প্রেমের ভাণ্ডারের ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই থাকে না। যখন কি সত্য হচ্ছে এটা যে, এর দ্বারা আপনারা নিজেদের মনের মতো প্রতিটি জিনিস অর্জন করতে পারেন।

লোহার চুম্বকীয় টুকরো নিজের ওজনের থেকে অনেক বেশি ওজনের জিনিস ওঠানোর ক্ষমতা রাখে। কিন্তু যদি সেটার থেকে তার চুম্বকীয় গুণ সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে একটা পাখির পালকও ওঠাতে পারবে না।

এই প্রকার মানুষও দুই প্রকারের হয়। প্রথম, যার মধ্যে চুম্বকীয় আকর্ষণ থাকে। এমন মানুষ আত্মবিশ্বাস আর বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হন। তাদের নিজেদের ব্যাপারে এমন জ্ঞান থাকে যে, তারা জীবনে সফল হওয়ার জন্য এবং বিজেতা হওয়ার জন্য জন্ম গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের মানুষের মধ্যে এমন চুম্বকীয় গুণ থাকে না। এমন মানুষদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হয়। তারা ভয় আর শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকেন। এমন লোকেরা প্রায়ই এমনটা বলেন—"আমি যদি সফল হতে না পারি তাহলে কী হবে? আমার সব টাকা না ডুবে যায়? লোকেরা আমাকে নিয়ে হাসি-মশকরা করবে।" এই প্রকারের মানুষ নিজেদের জীবনে খুব একটা এগিয়ে যেতে পারেন না। তাদের ভেতরের ভয় তাদের এগোতে দেয় না।

এমন লোকেরাও চুম্বকীয় মানুষ হতে পারেন, যদি তারা ইতিহাসের সব থেকে বড় রহস্যকে বুঝতে পেরে যান আর নিজেদের জীবনে সেটার প্রয়োগ করেন।

সব থেকে বড় চমৎকারী রহস্য

যদি কেউ আপনাদের থেকে ইতিহাসের সব থেকে বড় রহস্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করে তাহলে আপনারা কী উত্তর দেবেন? পরমাণু এনার্জি? বিভিন্ন গ্রহে পৌঁছনো অন্তরিক্ষ যান? খন্দক গর্ত? না— এগুলোর মধ্যে কোনোটাই নয়! তাহলে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চমৎকারী রহস্য কী? মানুষ সেটাকে কোথায় খুঁজে পেতে পারে? সেটাকে কীভাবে বোঝা যেতে পারে আর সেটার লাভ কীভাবে ওঠানো যেতে পারে?

উত্তর বড়ই সহজ! সেটা হচ্ছে আপনাদের অবচেতন মনে মজুদ অদ্ভূত আর চমৎকারী শক্তি! এটাই হচ্ছে সেই জায়গা যেটার সন্ধান বেশিরভাগ মানুষ করে। সে কারণেই খুব কম লোকই এই রহস্যের ব্যাপারে জানতে পারেন।

অবচেতন মনের শক্তি

অবচেতেন মনের চমৎকারী শক্তির প্রয়োগ শিখে আপনারা নিজেদের জীবনে আরও বেশি শক্তি, দৌলত, স্বাস্থ্য, খুশি আর আনন্দ পেতে পারেন।

আপনাদের এই চমৎকারী শক্তি অর্জন করার আবশ্যকতাই নেই। এটা তো আগে থেকেই আপনাদের ভেতরে মজুদ রয়েছে। কিন্তু আপনাদের এটা শিখতে হবে যে, চমৎকারী শক্তির প্রয়োগ কীভাবে করা হয়। আপনাদের এটা বুঝতেই হবে, যাতে আপনারা নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করতে পারেন।

আপনারা যদি এই বইয়ে দেওয়া সরল টেক্‌নিক আর প্রক্রিয়াগুলো পালন করেন, তাহলে আপনাদের আবশ্যক তথ্য আর বুদ্ধিমত্তা অর্জন হয়ে পড়বে। এক নতুন আলোক আপনাদের প্রেরিত করতে থাকবে। আপনারা নিজেদের ভেতরে এক নতুন শক্তি উৎপন্ন করে সব আশা আর স্বপ্ন সত্যি করে তুলতে পারেন। আপনারা এখনই আর এই মুহূর্তে এটা ঠিক করে নিন যে, আপনারা নিজেদের জীবনকে আগের থেকেও বেশি ব্যাপক, মহান আর উদাত্ত করে তুলবেন।

আপনাদের অবচেতন মনের গভীরতায় অসীমিত জ্ঞান, শক্তি আর জোগানের ভান্ডার রয়েছে। আপনাদের অবচেতন মন সর্বদাই এই জিনিসটার জন্য অপেক্ষা করে থাকে যে, আপনারা সেটাকে বিকশিত করে তুলবেন আর অভিব্যক্তি প্রদান করবেন। আপনারা যদি নিজেদের অবচেতন মনের ক্ষমতাকে চিনে নেন তাহলে আপনাদের ইচ্ছাগুলো বাহ্যিক জগতে সত্যি হয়ে উঠতে পারে।

উন্মুক্ত বিচারধারার আর গ্রহণশীল ব্যক্তি নিজের অবচেতন মনে মজুদ অসীমিত জ্ঞান দ্বারা সেইসব জিনিস জানাতে পারেন— যেগুলোর তার যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে আবশ্যক হতে পারে। আপনারা নতুন বিচারধারা অর্জন করতে পারেন, আবিষ্কার করতে পারেন আর নতুন কলাকৃতি তৈরি করতে পারেন। আপনাদের অবচেতন মনের অসীমিত জ্ঞান আপনাদের আশ্চর্যজনক নতুন তথ্য প্রদান